দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 16 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তনে পরিস্থিতি জটিল

বুয়েট রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করেছে। স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা কর্মবিরতি পালন করছেন। কর্মবিরতি সম্বন্ধে উপাচার্য বলেছেন, শিক্ষকদের কর্মবিরতির কোন কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ইকবাল মাহমুদ জনকণ্ঠকে জানান, স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা একতরফাভাবে তাঁদের দাবিতে অটল রয়েছেন। উপাচার্য বলেন, যেহেতু স্থাপত্য বিভাগে ডয়িং বেশি তাই নতুন পদ্ধতিরও কিছুটা পরিবর্তন করে ড্রয়িং পরীক্ষার নম্বর বাড়ানোর প্রস্তাব উঠেছিল একাডেমিক কাউন্সিলে। কিন্তু স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা তা মেনে নেননি। বরং তাঁরা প্রচলিত পদ্ধতি বহাল রাখার দাবিতে অটল রয়েছেন। একাডেমিক কাউন্সিলে ড্রয়িং পরীক্ষার আগে কিছুক্ষণ বিশ্রামের প্রস্তাবও স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা নাকচ করে দিয়েছেন।

এদিকে শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অবস্থানের কথা ঘোষণা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় নেয়া হবে। জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকগণ, দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কয়েকজন স্থপতি এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রী।

সাংবাদিক সম্মেলনে স্থাপত্য বিভাগের অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী বুয়েট কর্তৃপক্ষের বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেন, কর্তৃপক্ষের ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তনের কারণ স্পষ্ট নয়। তিনি বলেন, ৩৫ বছর ধরে প্রচলিত সফল একটি পদ্ধতিকে আইন বহির্ভূতভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী প্রত্যেকটি অনুষদের জন্য পৃথক ভর্তি কমিটি থাকার কথা। প্রচলিত নিয়মে স্থাপত্য ও প্রকৌশল বিভাগের জন্য পৃথক ভর্তি কমিটি ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ভর্তি কমিটি সংক্রান্ত ২২ নং ধারা লঙ্ঘন করে দুটি অনুষদের জন্য একটি ভর্তি কমিটি গঠন করেছে, যা আইন বহির্ভূত। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দরকার হলে আমরা আইনের আশ্রয় নিব। মীর মোবাশ্বের আলী আরও বলেন, স্থাপত্য পেশা টেকনোলজি বহির্ভূত এবং এর আলাদা একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

স্থপতি বসিরুল হক বলেন, একই প্রশ্নে সিভিল, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতির সিদ্ধান্ত দুঃখজনক এবং এটা একটা প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। তিনি বুয়েটে উদ্ভূত পরিস্থিতির আশু সমাধান কামনা করেন।

এক প্রশ্নের জবাবে স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকগণ বলেন, কর্তৃপক্ষ যতদিন তাঁদের দাবি না মানবে ততদিন তাঁরা কর্মবিরতি পালন করে যাবেন।

এদিকে বুয়েট কর্তৃপক্ষ ও স্থাপত্য বিভাগ ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতির ব্যাপারে পৃথক পৃথক বক্তব্য পেশ করেছে।